সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে কুষ্টিয়ায় প্রেস ব্রিফিং

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ফ্যামিলি কার্ড, খাল খনন, বৃক্ষরোপণ, নারীর জন্য বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা, কৃষি কার্ড, কৃষি ঋণ মওকুফসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে এ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।
সরকারের উন্নয়ন বার্তা তুলে ধরেন জেলা সিনিয়র তথ্য অফিসার আমিনুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণে গৃহীত এসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের ধারা আরও বেগবান হবে। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জাকির হোসেন, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক আল মামুন সাগর, সদস্য সচিব এ এম জুবায়েদ রিপনসহ জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জাকির হোসেন সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্য ও প্রচার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সরকারের গৃহীত জনবান্ধব কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের ধারা আরও শক্তিশালী হবে।

এসময় গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন বিষয়ে মেহেরপুরে প্রেস ব্রিফিং

বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরতে মেহেরপুরে সাংবাদিকদের নিয়ে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৩ মে) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে এ প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম।

প্রেস ব্রিফিংয়ে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। এসময় ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, কৃষি ঋণ মওকুফ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, নারীদের পরিবহন সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং খাল খনন কার্যক্রমের সর্বশেষ তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

এছাড়াও জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, গুজব প্রতিরোধ, মানবপাচার মোকাবিলা, সাম্প্রদায়িকতা ও অপরাজনীতি প্রতিরোধ, ডেঙ্গু ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম, ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনের আগে সরকারকে গণভোট দিতেই হবে

মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত জেলা রোকন সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন বলেছেন, নির্বাচনের আগে সরকারকে গণভোট দিতেই হবে।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় মেহেরপুর শহরের পশুহাটসংলগ্ন চুয়াডাঙ্গা রোডে জেলা জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এ রোকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর (১) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দিন খান। প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আলমগীর বিশ্বাস, যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল টিম সদস্য, গাংনী (২) আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা কর্মপরিষদ ও শুরা কমিটির সদস্য নাজমুল হুদা, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলম, জেলা সেক্রেটারি মো. ইকবাল হোসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী মাওলানা রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমির মাওলানা খানজাহান আলী, গাংনী উপজেলা আমির ডা. রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম এবং মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি মো. খাইরুল বাশ।

সম্মেলনে জেলা জামায়াতের রোকন সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনলাইন জুয়া ও পর্নোগ্রাফি বন্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার

অনলাইন জুয়া, পর্নোগ্রাফি ও অনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিরোধে কঠোর অবস্থান সরকারের। সরকার দেশের সাইবার স্পেসকে নিরাপদ, নৈতিক ও প্রজন্মবান্ধব রাখতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এসব অনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিরোধে কিছু জরুরি নির্দেশনা প্রদান করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

এতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু অনলাইন প্ল্যাটফরম, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং কিছু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জুয়া, বেটিং ও পর্নোগ্রাফি সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন ও প্রোমোশনাল কনটেন্ট প্রচার করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২-এর পরিপন্থী। এ কার্যক্রম তরুণ সমাজের নৈতিক বিকাশ, সামাজিক মূল্যবোধ ও পারিবারিক বন্ধনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং রাষ্ট্রীয় নৈতিক কাঠামোর জন্য হুমকি।
বাংলাদেশের সব পত্রিকা, অনলাইন সংবাদপত্র, নিউজ পোর্টালসহ যেকোনো স্থানীয় এবং আঞ্চলিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠান, ডিজিটাল বিজ্ঞাপন সংস্থা তাদের ডিফল্ট সাইট/অ্যাপ্লিকেশন, ব্রাউজার ভিত্তিক বিজ্ঞাপনের অংশ বিশেষ বা গুগল অ্যাডসেন্স ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফরমে বা কাস্টমাইজ করা বিজ্ঞাপন অংশে কোনোভাবেই পর্নোগ্রাফি, জুয়া বা গ্যাম্বলিং সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবে না। এটি সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর স্পষ্ট লঙ্ঘন, যা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় পড়বে।

দেশের সব মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সেলিব্রিটি, ইনফ্লুয়েন্সার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে তারা যেন জুয়া, বেটিং, পর্নোগ্রাফি বা অনৈতিক কোনো পণ্য, সেবা বা ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন বা প্রোমোশনাল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। এ ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া বা প্রচারে সহায়তা করা সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

এ ছাড়া বাংলাদেশে পরিচালিত বা বাংলাদেশি ব্যবহারকারীদের জন্য

অ্যাক্সেসযোগ্য কোনো দেশি বা বিদেশি ওয়েবসাইট, অ্যাপ্লিকেশন বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে জুয়া, বেটিং বা পর্নোগ্রাফি সম্পর্কিত কোনো কনটেন্ট, অ্যাড বা লিংক প্রচার বা প্রচারে সহায়তা করা যাবে না। জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি এ ধরনের কনটেন্ট মনিটরিং কার্যক্রম আরও জোরদার এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট বা প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে ব্লকিং, জরিমানা বা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মোবাইল কম্পানি, আইএসপি, গুগল অ্যাডসেন্স, মেটা অ্যাডসহ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্মগুলোকেও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় আইন, পপ-আপ ব্লকিং ও ফিল্টারিং নীতি কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে ওয়েবসাইট, পত্রিকা ও নিউজ পোর্টাল, অ্যাপ ইত্যাদি ডিফল্ড এডসেন্সে না চালিয়ে বরং কাস্টমাইজড করতে হবে যাতে জুয়া, পর্ণো, গ্যাম্বলিং এবং এতদসংক্রান্ত গেইমিং বিজ্ঞাপন বা পপ-আপ না আসে। জুয়ার বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলবে এবং প্রচলিত আইন ভঙ্গ করলে জনমত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ব্লক করার বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনার পাশাপাশি পাবলিক কমিউনিকেশন করা হবে।

সরকার মনে করে, একটি নৈতিক, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে সরকারি সংস্থা, মিডিয়া, প্রযুক্তি কোম্পানি ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। কোনো নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান যদি অনলাইনে জুয়া, বেটিং বা পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বা কনটেন্ট দেখতে পান, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক notify@ncsa.gov.bd ঠিকানায় রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দেশের সাইবার স্পেসকে নিরাপদ, নৈতিক ও প্রজন্ম বান্ধব রাখতে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি (এনসিএসএ), জাতীয় টেলিযোগাযোগ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (এনটিএমসি), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) এবং বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) যৌথভাবে কাজ করছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ।

দেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে বিএনপি সরকার দরকার

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন স্থানে পথসভা ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, শামসুজ্জামান দুদু। বিএনপি এখনো কাউকে নমিনেশন দেয়নি। তবে ধানের শীষের পক্ষে মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেন, “বিএনপি সরকার গঠন করলে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন।”

গতকাল বুধবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভালাইপুর, আসমানখালী, হারদি ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে আয়োজিত পৃথক এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং গ্রামীণ জনতার ব্যাপক উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় শামসুজ্জামান দুদু বলেন, “চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গা অঞ্চলে এখনো অনেক সমস্যা বিরাজ করছে। আমি বিগত দুইবার এ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। জনগণের উন্নয়নে কাজ করেছি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থেকে শুধু দুর্নীতি আর লুটপাট করেছে।”

তিনি অভিযোগ করেন, “আওয়ামী লীগ সরকার দেশের প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। সেই টাকা ফেরত আনা এবং দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে হলে বিএনপি’র সরকার গঠন করা ছাড়া বিকল্প নেই।”

আওয়ামী লীগকে তীব্র সমালোচনা করে বিএনপি’র এই নেতা আরও বলেন, “আওয়ামী লীগ কত বড় চোরের দল, তা শেখ হাসিনা গত ১৬-১৭ বছর ক্ষমতায় থেকে প্রমাণ করেছে। দেশের মানুষ আজ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। তাই মানুষের মুক্তি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।”

সমাবেশের শেষে শামসুজ্জামান দুদু নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আগামী নির্বাচনে জনগণের

ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মানুষ যদি স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে, তবে ধানের শীষের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।”

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এ্যাড: ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, শহিদুল ইসলাম রতন, এ্যাড: শামিম রেজা ডালিম, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, জেহালা ইউনিয়ন সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম, বুরহান উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ বিশ্বাস মিল্টু, সহ-সভাপতি মাগরিবুর রহমান প্রমুখ।

সরকারের ‘ট্যুরিজম মিডিয়া ফেলোশিপ’ পেলেন মেহেরপুরের মাসুদ রুমী

সাংবাদিকতায় এক অনন্য স্বীকৃতি পেলেন কালের কণ্ঠের চিফ বিজনেস এডিটর মো. মাসুদ রুমী। এভিয়েশন ও পর্যটন খাতের সমস্যা, সম্ভাবনা ও নীতিগত উন্নয়ন নিয়ে ধারাবাহিক তিন পর্বের বিশেষ প্রতিবেদন করার জন্য তিনি পেয়েছেন ‘ট্যুরিজম মিডিয়া ফেলোশিপ সম্মাননা-২০২৫’।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সংস্থা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) ২০১৩ সালে এই ফেলোশিপ চালু করে। এবার মোট ১০ জন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিক এ সম্মাননা অর্জন করেন। উলেখযোগ্য বিষয় হলো, মাসুদ রুমীর জন্য এটি তৃতীয়বারের মতো সরকারি এই ফেলোশিপ প্রাপ্তি।

আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফেলোশিপ প্রাপকদের হাতে অর্থ চেক ও সনদ তুলে দেন বিটিবি’র পরিচালক ও যুগ্ম সচিব সালেহা বিনতে সিরাজ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি)-

এর সভাপতি তানজিম আনোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক বাতেন বিপ্লবসহ অন্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশের এভিয়েশন ও পর্যটন খাতকে এগিয়ে নিতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফেলোশিপ প্রাপ্ত সাংবাদিকরা ইতিমধ্যেই ৩০টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এসব বিষয় তুলে ধরে জাতীয় আলোচনায় এনেছেন।

সাংবাদিকতায় পথচলা: মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার সন্তান মাসুদ রুমী সাংবাদিকতায় ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ব্যবসা, অর্থনীতি, বেসরকারি খাত, তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিকম, পর্যটন ও উন্নয়ন সাংবাদিকতায় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

২০০৯ সালের ১ জুলাই কালের কণ্ঠের সূচনালগ্ন থেকে দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি এ পত্রিকায় বিজনেস এডিটর, চিফ বিজনেস এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি শফিক রেহমান সম্পাদিত দৈনিক যায়যায়দিন-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। এছাড়া দৈনিক নতুন ধারা ও দৈনিক আমাদের সময়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি কাজ করেছেন সাপ্তাহিক ২০০০, সায়েন্স ওয়ার্ল্ড, শিক্ষা সংবাদসহ নানা গণমাধ্যমে। টেলিভিশনে শফিক রেহমানের জনপ্রিয় আর্ট শো ‘লাল গোলাপ’-এ ও তিনি কাজ করেছেন।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: সাংবাদিকতার পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে মাসুদ রুমী পেয়েছেন একাধিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননা। যুক্তরাষ্ট্রের সিএমও কাউন্সিল কর্তৃক ব্র্যান্ড লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০১২) এবং কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে সম্মুখসারির সাংবাদিক হিসেবে ‘অ্যামচেম ফ্রন্টলাইন জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড ২০২০’ তার মধ্যে উলেখযোগ্য। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড থেকেও তিনি এর আগে দুবার ফেলোশিপ পেয়েছেন।

মাসুদ রুমী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসএস (সম্মান) ও প্রথম শ্রেণিতে এমএসএস ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সাংবাদিকতা জীবনে তিনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি দেশের বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন। তার সহকর্মীরা বলেন, সংবাদকে গভীরভাবে দেখা, বিশ্লেষণ করা এবং একইসঙ্গে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করাই তার শক্তি।

মেয়াদ বাড়ল প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারের

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য গঠন) মনির হায়দারের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ ৬ মাস বাড়িয়েছে সরকার।

আগের নিয়োগের ধারাবাহিকতায় মনির হায়দারের চুক্তির মেয়াদ আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়ে আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

এর আগে গত ৬ ফেব্রুয়ারি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনির হায়দারকে ৬ মাসের জন্য প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য গঠন) হিসেবে চুক্তিতে নিয়োগ দেয় সরকার।

অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে তাকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় ওই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

নিয়োগের মেয়াদ বাড়ায় নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

কীভাবে সংকটে পড়লেন অধ্যাপক ইউনূস?

অন্তর্বর্তী সরকার এক সংকটময় পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের পদত্যাগের আলোচনা সামনে আসায় এ সরকারের ভবিষ্যত নিয়েই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু অধ্যাপক ইউনূসকে কেন পদত্যাগের চিন্তা করতে হচ্ছে, সক্রিয় সব রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনে গঠিত এই সরকারকে কেন এমন সংকটে পড়তে হলো- এসব প্রশ্ন এখন সব মহলে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।

এ ঘটনা এমন সময়ে ঘটছে যখন বিএনপি রাজপথে কর্মসূচি রেখেছে এবং এ সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন আর অব্যাহত না রাখার ইঙ্গিতও দিচ্ছে।

অন্যদিকে, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান গত বুধবার বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়ে এক বৈঠকে নির্বাচন, রাখাইনের জন্য মানবিক করিডর প্রসঙ্গ এবং মব বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিষয়সহ সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলেছেন। যা সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশ হয়েছে।

এমন এক পটভূমিতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস গতকাল বৃহস্পতিবার অন্য উপদেষ্টাদের সঙ্গে এক অনির্ধারিত বৈঠকে তার পদত্যাগের ভাবনার কথা বলেছেন। সে ক্ষেত্রে নানা পক্ষের প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতায় তার সরকার কাজ করতে পারছে না বলে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

অধ্যাপক ইউনূসের এমন ভাবনার কথা জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নাহিদ ইসলামের মাধ্যমেই প্রধান উপদেষ্টার এই ভাবনার কথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলো পরিস্থিতিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করছে।

বিএনপি বলছে, নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও তিনজন উপদেষ্টার পদত্যাগের তাদের দাবি এড়াতে প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগের ভাবনার কথা সামনে আনা হয়েছে। দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একজন নেতা বলেন, ‘দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে আবেগ সৃষ্টি করার কিছু নেই।’

বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের নেতারা এ-ও বলছেন, সরকারের দূর্বলতার কারণে পরিস্থিতি সামলাতে যখন ব্যর্থতার প্রশ্ন আসছে, তখন পদত্যাগের এই ভাবনার কথা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি এক ধরনের হুমকি বা সতর্কতা বলে তারা মনে করছেন। এখন অন্তর্বর্তী সরকারের এই সংকট সামলাতে জামায়াতে ইসলামী সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার পরামর্শও দিয়েছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের পক্ষ আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য এখনো দেওয়া হয়নি।

কেন সংকটে সরকার

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের শাসনের পতনের পর অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত এই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সেই আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্ব, বিএনপি ও জামায়াতসহ সব দল এবং সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠান সর্বাত্নক সমর্থন দিয়েছিল। এতবড় সমর্থন পাওয়ার পরও সেই সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ কেন আসছে, এমন প্রশ্ন তুলছেন রাজনীতিক ও বিশ্লেষকেরা।

তারা বলছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ছাত্র নেতৃত্বের প্রতি অধ্যাপক ইউনূসের দুর্বলতা রয়েছে; যা তিনি নিজে বিভিন্ন সময় প্রকাশও করেছেন। সেই ছাত্র নেতৃত্ব যখন রাজনৈতিক দল এনসিপি গঠন করল, এই দলের প্রতিও তার পক্ষপাতিত্ব রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। যা বিএনপিকে ক্ষুব্ধ করেছে।

যদিও উপদেষ্টা পরিষদে থাকা ছাত্র প্রতিনিধিদের একজন পদত্যাগ করে দলটির হাল ধরেছেন। কিন্তু আরো দুজন ছাত্র প্রতিনিধি উপদেষ্টা পদে রয়ে গেছেন। তাদের পদত্যাগের দাবিতে এখন রাজপথে কর্মসূচি রেখেছে বিএনপি।

সরকারের গত ৯ মাসে প্রথম দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং পরে এনসিপির ব্যানারে বিভিন্ন ইস্যু তুলে রাজপথে অবস্থানসহ নানা কর্মসূচি পালন করতে দেখা গেছে।

সর্বশেষ আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভনের সামনেও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে সরকার দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে।

বিএনপি বিভিন্ন সময় সরকারের বিরুদ্ধে এনসিপির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছে। এথন তারা সেই অভিযোগকে সামনে এনেছে।

অন্যদিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মব বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিষয়টি আলোচিত। বিশ্লেষকেরা বলছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মব সৃষ্টি করে রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ইস্যুতে দাবি তুলে তা আদায়ের চেষ্টাও করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থনের বিষয়ও বিভিন্ন সময় আলোচনায় এসেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ যেমন রয়েছে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলোর অস্হযোগিতার বিষয়ও আলোচনায় আসছে। সরকারের একাধিক উপদেষ্টা জানিয়েছেন, প্রধান উপদেষ্টা গতকাল তাদের সঙ্গে যে বৈঠক করেছেন, সেখানে অধ্যাপক ইউনূস নিজেও অংশীজনদের অসহযোগিতার কথা বলে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্লেষকেরা রাজনীতিতে বিভক্তি, দলগুলোসহ সরকারের অংশীজনদের বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থ নিয়ে বিরোধ এখন দৃশ্যমান হচ্ছে। সেকারণে অসহযোগিতার বিষয় প্রকট হয়েছে।

লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেছেন, বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি, এই তিনটি দলের এখন প্রভাব রয়েছে। তিনটি দলের মধ্যে সম্পর্ক টানাপোড়েন বেড়েছে। ফলে রাজনীতিতে বিভক্তি দেখা যাচ্ছে।

তিনি মনে করেন, সরকারের দিক থেকেও করিডর ইস্যুসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিএনপিসহ দলগুলো ও অন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। ফলে বিএনপি ও অন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনরা ক্ষুব্ধ হয়েছে।

একইসঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, প্রধান উপদেষ্টার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি আছে। সবমিলিয়ে সরকার কাজ করতে পারছে না। আর সে কারণে সরকারের জন্য সংকট গভীর হয়েছে বা সরকার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

সরকারের ভেতর থেকেও করিডরসহ বিভিন্ন বিতর্কিত ইস্যু যখন সামনে আনা হচ্ছে, তখন সরকারের ভেতরেও কোনো গোষ্ঠী স্বার্থ বা ব্যক্তি স্বার্থ কাজ করছে কিনা- সেই প্রশ্নও রয়েছে বিশ্লেষকদের।

বিএনপিসহ দলগুলোর অবস্থান কী

দলগুলোর পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে মনে হচ্ছে। তবে প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগের ভাবনাকে তার আবেগের বিষয় হিসেবে বর্ণনা করছে বিএনপি।

দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় আবেগ সৃষ্টি করার কিছু নেই। তারা মনে করছেন, যখন সুনির্দিষ্ট রোড দাবি করা হচ্ছে, তখন এ ধরনের আবেগের কথা বলা হচ্ছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার উপদেষ্টাদের সঙ্গে অনির্ধারিত বৈঠকে প্রধান

উপদেষ্টা তার পদত্যাগের ভাবনার কথা বলতে গিয়ে গত সপ্তাহে বিএনপির রাজপথের কর্মসূচি নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেছেন বলে একজন উপদেষ্টা জানান।

তবে বিএনপি নেতারা বলছেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসাবে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন আদালতের রায় পেয়েছেন। এরপরও তাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছেও না। সে কারণে তারা আন্দোলনে নেমেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে এ দাবি মানার ক্ষেত্রে আইনী জটিলতার কথা বলা হচ্ছে।

বিএনপি অবশ্য উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মাহফুজ আলম, এই দুই ছাত্র প্রতিনিধির পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের পদত্যাগের দাবি তুলেছে।

ইশরাক হোসেনকে মেয়র ঘোষণার দাবির সঙ্গে অন্যান্য দাবি যুক্ত করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। দলটির নেতারা বলছেন, এনসিপি বিভিন্ন সময় রাস্তায় অবস্থান নিয়ে চাপের মুখে দাবি আদায়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছে। সেখানে বিএনপির যৌক্তিক দাবি মানা হচ্ছে না। এনসিপির নেতারা এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করছেন।

তবে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, দুজন ছাত্র প্রতিনিধি সরকারে থেকে যেসব কর্মকাণ্ড করছেন, তার দায় এখন সরকারকেই বহন করতে হবে। এছাড়া নির্বাচনসহ বিএনপির সব দাবি যৌক্তিক বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব দাবি এড়িয়ে বিভিন্ন বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে

জামায়াত ও এনসিপিসহ বিভিন্ন দলগুলোর ভেতরেও নানা আলোচনা রয়েছে। জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে সংকট উত্তরণে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে দলগুলোকে বেশ সতর্ক মনে হয়েছে। নেতারা বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরলেও দলগুলো দলগতভাবে কোনো বক্তব্য এখনো দেয়নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, অধ্যাপক ইউনূস চলে যেতে পারেন অথবা দলগুলোসহ অংশীজনদের আস্থায় এনে নির্বাচনের দিকে যেতে পারেন, এই দুটি পথ খোলা রয়েছে।

লেখক মহিউদ্দিন আহমদ বলেছেন, সরকার এখন নির্বাচনমুখী হলে বিএনপিসহ দলগুলো আবারও সহযোগিতা বাড়াবে এবং সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

শনিবারে খোলেনি হরিণাকুণ্ডুর ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সরকারী প্রজ্ঞাপনের তোয়াক্কা না করে অন্যান্য সাপ্তাহিক ছুটির মত ১৭ মে শনিবার, স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রেখেছিল হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৭ ও ২৪ মে শনিবার খোলা রাখার নির্দেশ জারি করে সরকার।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ঈদুল আযহার বন্ধ উপলক্ষে ক্ষতি পুষাতে এই দ্ইু শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন বিদ্যালয় খোলা রেখে পাঠদান করাতে করার নির্দেশনা জারি করে। এই দিনে কোন ভাবেই নিজেদের সিদ্ধান্তে বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করতে পারবে না।

অথচ বাস্তব চিত্র ভিন্ন শনিবার বেলা ১২টায় সরেজমিনে হরিনাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের প্রতিটি রুমে তালা বন্ধ। বিদ্যালয়ের মাঠে কিম্বা শ্রেণিকক্ষে কোনো শিক্ষক-শিক্ষার্থী নেই, নেই কোনো শিক্ষা কার্যক্রমের নমুনা। আশপাশের কয়েকজন গ্রামবাসীর নিকট জানতে চাইলে তারা বলেন সকালের দিকে কয়েকজন শিক্ষককে দেখেছিলাম প্রাইভেট পড়াতে পরে আর কোন শিক্ষক বা ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা যায়নি। আজ স্কুলে ক্লাস হয়নি বলে জানান প্রতিবেশি নুরুল ইসলাম।

এই অবস্থায় এলাকাবাসীর কাছে প্রশ্ন উঠেছে কেন তারা সরকারি নির্দেশণা অমান্য করে বিদ্যালয়টি বন্ধ রেখেছে, এর দায়ভার কে নেবে? শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ক্ষতিই বা পূরণ করবে কিভাবে?

স্থানীয় অভিভাবকদের মাঝে ক্ষোভ ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাদের মনে করেণ, এ ধরনের দায়িত্বহীনতা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষককে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত বিষয়টি

তদন্ত করে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এবিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক কাজী ইউনুচ আলীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নির্দেশনাটি আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছে, আমনা ভেবেছি প্রতিষ্ঠানের অফিস খোলা থাকবে সে অনুপাতে অফিস সাড়ে ১২টা পর্যন্ত খোলা ছিল কোন ছাত্র-ছাত্রী না আসায় অফিস সহকারী ও কয়েকজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের অফিস বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়, আগামী শনিবারে আর এমন ভুল হবেনা ঠিক হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে হরিনাকুণ্ডু উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আঃ বারীর নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্কুলের কার্যক্রম ১০ থেকে ৪টা পর্যন্ত চালু রাখার কথা কোন প্রতিষ্ঠান যদি এটা না করে তাহলে তাদেও বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৭ মে শনিবার ক্লাস বন্ধ রাখার ব্যাপারে তিনি বলেন প্রধান শিক্ষককের বিরুদ্ধ শোকজসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক যে সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য বীরত্বগাথা অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম বীর প্রতীক বলেছেন, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই আম্রকাননে ঐতিহাসিক যে সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য বীরত্বগাথা অধ্যায়। আমরা গতকালে ফিরে যেতে পারব না। ইতিহাসের উপর কোন কিছু আরোপ করা যায় না। এখানে যে সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই বিষয়টি অমলিন হয়ে থাকবে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন উপলক্ষে আজ ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকালে সূর্যদয়ের সময় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসকল কথা বলেন।

তিনি বলেন, অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহন জাতীর জন্য একটা গৌরব

উজ্জল অধ্যায়। এটা অমলিন থাক। আমরা যেন এটাকে সারাজীবন বরণ এবং উদযাপন করতে পারি। এটা মেহেরপুর, বৈদ্যনাথতলা এবং এই অঞ্চলকে ধন্য করেছে। যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা আছে তারা প্রতিনিয়তই এটাতে বিব্রতবোধ করেন। যারা মুক্তিযুদ্ধ না করেও নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচিত করাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে অনেক উদ্যেগ আমরা ইতিমধ্যে গ্রহন করেছি। কিছু বিষয় আছে, যে বিষয়গুলো আদালতের রায়ের অপেক্ষায় আছি আমরা। আদালতে অনেকেগুলো মামলা আছে। আমরা চেষ্টা করছি মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কমপ্লেক্স এর উন্নয়নের বিষয়ে আরও বলেন, এখানে যা কিছু করা হবে তা ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতার নিরিখেই করা হবে। এর বাইরে কোন কিছু আরোপিত করা হবে না। কোন কিছুর সত্যতার ইতিহাস মোচনও হবে না।

ঐতিহাসিক ১৭ এপ্রিলের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানটি পালন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বৈদ্যনাথতলা আমবাগানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, গার্ড অব অনার গ্রহণ এবং স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেনে উপদেষ্টা। একই সঙ্গে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় প্রশাসন।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন পুলিশ পরিদর্শক (আর আই) আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যের একটি টিম।

পতাকা উত্তোলন শেষে ১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকার গঠনকালে গার্ড অব অনার প্রদানকারী জীবিত ২ আনাসার সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমদ্দীন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদ্দিন কে সন্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচি তথ্য ও লেঃ কর্নেল(অব:)আব্দুল গাফ্ফার, তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্ত এনায়েত হোসেন, সহকারী একান্ত সচিব আমিরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব ইসরাত জাহান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(সার্বিক) শওকত হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ও পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা